ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

রাজনীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল *

[সারসংক্ষেপ : *রাজনীতি মানব জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তারকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর উপর নির্ভর করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজনীতি একজন মানুষের চলন-বলন, মানসিকতা, সাহসিকতা, মানবিকতাসহ নানান দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। বর্তমান বিশ্ব যেন রাজনীতি ছাড়া অচল। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান, যা মানব জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিসে তার কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। রাজনীতি যেহেতু মানব জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই ইসলামও এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। যা আমাদের জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে রাজনীতির সংজ্ঞা, ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক এবং ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

বর্তমান যুগে সভ্য জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন না কোন রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বসবাস করতে হয়। প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে বসবাস করার। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় সঠিক নেতৃত্ব ও কল্যাণজনক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকল্যাণ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। কোন রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যম হলো রাজনীতি। সেই রাজনীতি যদি ইসলামের আলোকে হয়, তাহলেই সত্যিকার কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাজনীতির প্রভাব ব্যাপক। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাজনীতি বলতে কী বুঝায়?

বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক চর্চিত বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম হলো রাজনীতি। রাজনীতি শব্দের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রশাসন বা পরিচালনার নীতি।[১] রাজনীতি বুঝাতে ইংরেজিতে Politics (পলিটিক্স) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও তত্ত্বগতভাবে শব্দ দু'টি

* প্রভাষক, ছেনার্ক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০ খ্রি., পৃ. ১০২৭

দ্বারা মূলত একই বিষয় বুঝায় না। আরবীতে রাজনীতি বুঝাতে سياسة (সিয়াসাহ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সিয়াসাহ শব্দটি আরবী سوس শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো আত-তাদবীর (التدبير) বা পরিচালনা করা, আল-ইসলাহ (الاصلاح) বা সংশোধন করা এবং আত-তারবিয়াহ (التربية) বা প্রতিপালন করা।[২] আভিধানিক অর্থে রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সংক্রান্ত মতামতকে বুঝায়। যদিও অনেকেই রাজার নীতি থেকে রাজনীতি শব্দের উৎপত্তি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র (বা রাজ্য) পরিচালনা সম্পর্কে রাজার নীতি কীরূপ হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কীয় মতামতকে রাজনীতি বলে।

আরবী অভিধানবিদগণ রাজনীতির (সিয়াসাহ) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাকে রাজনীতি বলা যেতে পারে।[৩]

আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ)-এ সিয়াসাহ্-এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে,[৪]

هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل ، وتدبير أمورهم

রাজনীতি হলো সৃষ্টিকে ইহকাল ও পরকালে মুক্তির পথনির্দেশ দান এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তাদের কল্যাণসাধন।

সুলাইমান আল-বুজাইরিমী [১৭১৯-১৮০৬ খ্রি.] প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

السياسة : إصلاح أمور الرعية ، وتدبير أمورهم

রাজনীতি হলো জনগণের কর্মকাণ্ডকে সংশোধন ও পরিচালনা করা।[৫]

"রাজনীতিকোষ" গ্রন্থে রাজনীতির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,

প্রচলিত অর্থে রাজনীতি হল রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি।[৬]

২. *আস-সিহাহ, আল-কামূসুল মুহীত, তাজুল আরূস, লিসানুল আরব, আল-মিসবাহ, আল-মাগরিব, আসাসুল বালাগাহ, আন-নিহায়াহ, আল-মুজামুল ওয়াসীত* সহ প্রায় সকল নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধানে এ অর্থগুলো লেখা হয়েছে। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শু'উনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.-১৪২৭ হি., খ. ২৫, পৃ. ২৯৪

৩. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৬০৩

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২৯৫

৫. প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২৯৫

৬. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১ খ্রি., পৃ. ৩৪১

হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের মতে, "Politics as being concerned with who gets what when and how."[7]
বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল বলেন, "উৎকৃষ্ট জীবন লাভের জন্য কোন সমাজের সংগ্রামের নামই রাজনীতি।" [৮]

রবার্ট ডল রাজনীতির একটি সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

> Politics means any persistent pattern of human relationships that involves to asignificant extent, power, rule authority.[9]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) রাজনীতির বিষয়ে বলেন,

> এমন একটি বিধি-ব্যবস্থা যা রীতিনীতি কল্যাণকর কার্য এবং সামগ্রিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে।[১০]

উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং তার জনগণের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত হয় তার নাম রাজনীতি।

পূর্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনীতিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) ও কাযী আবূ ইয়া'লা (৩৮০-৪৫৮ হি.) "আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াহ", ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) "আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ", কাযী আবুল বাকা (৬৬১-৭২৮ হি.) "আস-সিয়াসাহ্ আল-মাদানিয়্যাহ" নামে রাজনীতিকে তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম।[১১]

৭. হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, Politics : Who gets what, when, how, কীভল্যান্ড ওয়ার্ল্ড পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৫৮ ইং
৮. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ, *নবীদের রাজনীতি*, ঢাকা : মুনীরা প্রকাশনী, ২০০২ ইং, পৃ. ৪৫
৯. রবার্ট ডল, Modern political analysis, ঈগল উড ক্লীফস, এন জে, প্রেনটিস হল, ১৯৭০ ইং, পৃ. ৬
১০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৫২ ইং, পৃ. ৩৮
১১. আল কুরআন, ৩ : ১৯

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদেও মানব জীবনের সকল দিক অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতিসহ সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

আমি তোমার নিকট কিতাবটি নাযিল করেছি। এটি এমন যে, তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হিদায়ত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।[১২]

ইসলাম কেবল কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মতবাদ, চিন্তা এবং একাধিক কর্মনীতির সমষ্টি বা সমন্বয় নয়।[১৩] এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। সেজন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শকে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৪]

যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াতী মিশন চালিয়েছেন এবং জিহাদ করেছেন। নবীগণ কায়েমী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছেন।[১৫] তারা যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বলেছেন। তারা কীভাবে মানুষের কল্যাণ হতে পারে, কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে, কীভাবে মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে মানুষের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ যেমনিভাবে মানুষকে নৈতিকভাবে সংশোধন করেছেন, তেমনিভাবে তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ

বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের নেতৃত্ব দিতেন। একজন নবীর মৃত্যুর পর অপরজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন।[১৬]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন,

(تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاء) أَيْ : يَتَوَلَّوْنَ أُمُورهمْ كَمَا تَفْعَل الأُمَرَاء وَالْوُلاة بِالرَّعِيَّةِ , وَالسِّيَاسَة : الْقِيَام عَلَى الشَّيْء بِمَا يُصْلِحهُ "

১২. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯
১৩. সাইয়েদ আবুল আলা, *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫ ইং, পৃ. ৭
১৪. আল কুরআন, ৩ : ৮৫
১৫. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কায়রো : দারুশ শা'ব, হাদীস নং ৩৪৫৫

তারা তাদের জাতি বনী ইসরাঈলের কার্যাদি পরিচালনা করতেন, যেমন রাষ্ট্রপ্রধান ও গভর্নরগণ তাদের প্রজাদের কার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন। আর সিয়াসাহ অর্থ হলো কোন কাজ সুচারুরূপে পালন করা।[১৭]

আর আমাদের প্রিয় নবী স.ও রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে[১৮] প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী রাজনীতির সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।[১৯]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নবী-রাসূলগণ মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সেটিকে নবীদের রাজনীতি বলা হয়। মূলত এটিই ইসলামী রাজনীতি।

ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে ড. ফাতহে ইয়াকুন বলেন,

النظام السياسي في الإسلام يفسر ب" تنظيم أمور دنيا الناس على أحسن وأرفه وجه

ইসলামে রাজনীতির অর্থ হলো- সুন্দরতম ও সহজতম উপায়ে জনগণের পার্থিব কার্যাদির ব্যবস্থাপনা।[২০]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধান ও নবী স.-এর দেখানো পথে জীবন পরিচালিত করার প্রচেষ্টাকে ইসলামী রাজনীতি বলে।

যারা নানাভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে তারা এ চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বদা সচেষ্ট যে, রাজনীতির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ইসলাম পরিচিত নয়। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১৭. আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া নববী, *শরহে মুসলিম*, বৈরূত : দারু ইহয়া ইত-তুরাস আল-আরাবী, ১৩৯২ হি.

১৮. *মাওসুআতু নাদরাতিন নাঈম*, অধ্যায় : তাসীস আদ-দাওলাহ আলইসলামিয়্যাহ (সালিহ বিন হুমাইদ সম্পাদিত)

১৯. আল কুরআন, ৯ : ৩৩

২০. উল্লিখিত উক্তিটি প্রফেসর ড. ইয়াসিন উইসাঈ তার *'আন-নিযামুস সিয়াসী ফিল ইসলাম'* নামক গ্রন্থের ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[২১]

অপরদিকে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা নীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা জীবনের অপরিহার্য অংশ। পৃথিবীতে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের পর থেকেই রাজনীতির চর্চা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমান পৃথিবীতে রাজনীতিহীন জীবন কল্পনা করা যায় না। তাই যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (অর্থাৎ এ জীবন ব্যবস্থায় জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়নি); যেহেতু ইসলামের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহতে রাজনীতি সম্পর্কিত বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে; যেহেতু ইসলামের সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন[২২] এবং তাঁর পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদা ও মুসলিমগণ সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন; যেহেতু ইসলামের অনেক বিধি বিধান রয়েছে যেগুলোর বাস্তবায়ন রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত; যেহেতু কুরআনে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবীতে খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ক্ষমতা প্রদানের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে;[২৩] সেহেতু ইসলামে রাজনীতি আছে এবং জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ যেমন সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সাথে ইসলামের সম্পর্ক যেমন রাজনীতির সাথেও ইসলামের সম্পর্কও তেমন। ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব এবং এ দুটির আন্তঃসম্পর্ক অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরো বহু কারণ রয়েছে যার জন্যে রাজনীতিকে কখনো ইসলাম থেকে পৃথক করা যায় না কিংবা ইসলামকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখা যায় না। উল্লেখ্য যে, ইসলাম বিশ্বের অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের মতো কিছু নীতি-নৈতিকতা ও অনুষ্ঠাননির্ভর ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে ব্যক্তি জীবন

২১. আল-কুরআন, ০৫ : ০৩

২২. সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. জিয়াউদ্দিন রাইস তার *'ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব' (Political theory of Islam)* শীর্ষক গ্রন্থে বলেন : "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদিনায় যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেউ যদি এটিকে তার কার্যপ্রণালীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আধুনিক রাজনীতির সাথে তুলনা করে তাহলে সার্বিক অর্থে একে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। একই সাথে কেউ যদি এটিকে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও এর আধ্যাত্মিক ভিত্তি যার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তাহলে একে ধর্মীয় কার্যকলাপ বললে তাতেও কোনো বিধি-নিষেধ থাকতে পারে না।" "পৃষ্ঠা-২৭-২৯

২৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৫৫

থেকে শুধু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান রয়েছে। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; বরং সামগ্রিক বিধান। তাই নির্দ্বিধায় মুসলিমদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ইসলামহীন রাজনীতি বা রাজনীতিহীন ইসলাম কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। সেজন্য বলা হয় রাজনীতিবিহীন ধর্ম অসম্পূর্ণ।[২৪] আমাদের প্রিয় নবী স. ইমামতি করতেন, সাহাবীদেরকে তালীম তারবিয়াত দিতেন, আবার সৈন্যবাহিনীও পরিচালনা করতেন। তিনি বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং জননীতি নির্ধারণ করতেন।[২৫] বিশিষ্ট মুফাসসির শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল আলূসী (১২১৭-১২৭০ হি.) রহ. বলেন,

ولهذا قيل : الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين أس والملك حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع .

এ কারণে বলা হয় যে, দীন ও রাষ্ট্র- এ দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দুটি অংশের যে কোনো একটিকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে অন্য অংশও পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। কেননা, দীন হলো ভিত্তি আর রাষ্ট্র হলো প্রহরী ও রক্ষকস্বরূপ। বলাই বাহুল্য, যে ইমারতের ভিত্তি নেই, তা তো ধ্বসে পড়বেই, আর যে ইমারাতের প্রহরী ও রক্ষক নেই, তা তো নষ্ট হবেই।[২৬]

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাইয়িদুনা আবূ বাক্‌র রা.-এর যুদ্ধ ঘোষণা[২৭] থেকে জানা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিম নাগরিক ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনেও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম দার্শনিক কবি ইকবাল বলেন, ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য।

২৪. মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলেন, "রাজনীতিবিহীন ধর্ম অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে ধর্মবিহীন রাজনীতি ইলহাদ, বেদ্বীনি ও কুফরী। (হাফেজ্জী হুজুর গবেষণা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. রচনাসমগ্র*) পৃ. ২৩৮

২৫. আবদুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত*, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০৮, পৃ. ৩৩

২৬. ড. আহমদ আলী, *ইসলাম ও গণতন্ত্র*, চট্টগ্রাম: রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩, পৃ. ৩০

২৭. যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আবূ বাক্‌র রা. বলেন,

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

"আল্লাহ তা'আলার কাসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে (অর্থাৎ নামায পড়বে; কিন্তু যাকাত দেবে না), তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করবোই। কেননা যাকাত হলো সম্পদের অধিকার। আল্লাহর কাসম! রাসূলুল্লাহ সা.কে তারা যদি যাকাত রূপে কোন মেষ শাবকও আদায় করে থাকত, যদি তারা এখন আমাকে তা আদায় করতে বিরত থাকে, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য লড়াই করবো।"

(আল বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুয যাকাত], হা.নং: ১৩১২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল ঈমান], হা.নং: ২৯)

এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। তিনি ধর্মহীন রাজনীতিকে 'ভুতের কন্যা' ও 'পঙ্কিল মনোবৃত্তি'র পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] ইমাম গাযালী (রাহ.)ও প্রায় একই রূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

الدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الآخر

দীন ও রাষ্ট্র- এ দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দুটির একটি অন্যটি ছাড়া চলতে পারে না।[২৯]

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا .. والدين والسلطان توأمان.. والسلطان ضروري في نظام الدنيا ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين

দীনের ওপর জীবন যাপন দুনিয়ার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব নয়। ... দীন ও রাষ্ট্রক্ষমতা দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।... রাষ্ট্রক্ষমতা দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন আর দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা দীনের ওপর জীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।[৩০]

প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়ন শেষে "রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ" মর্মে ঘোষণা দিয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত মুজতাহিদ প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

"এখানে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা কর্তব্য মনে করছি যে, রাজনীতি ব্যতীত ইসলামের সত্যিকার ও প্রকৃত রূপের (যেভাবে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন) পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব। ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা আর ইসলাম থাকবে না, অন্য কোনো ধর্মে পরিণত হতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্ম বা খ্রিস্ট ধর্ম ইত্যাদিকে হয়তবা রাজনীতি থেকে পৃথক করার চিন্তা করা সম্ভব; কিন্তু ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চিন্তা করা অসম্ভব।"[৩১]

ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে তিন প্রকার মত দেখা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মত হলো, ইসলাম অন্য ধর্মের মতোই। ইসলামের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে। এটি ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্রপরিচালনা ও রাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইউরোপে রাষ্ট্র ও গীর্জার দীর্ঘ আটশত বছরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সৃষ্ট অস্থিরতার ফলে সে

২৮. ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. *প্রাগুক্ত*

৩১. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, (মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম)*, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১০৬

অঞ্চলের মানুষ যখন বিষিয়ে ওঠেছিল; তখন দুই তরবারীর দর্শন প্রয়োগ করে অর্থাৎ "গীর্জার প্রাপ্য গীর্জাকে দাও আর রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে দাও" এই নীতি অবলম্বন করে তারা এই সংঘাতের অবসান করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পোপ-পাদ্রীদের প্রভাব থেকে যখন কোনভাবেই বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন দ্বাদশ শতকের দিকে মারসিলিও এবং চতুর্দশ শতকের দিকে ম্যাকয়াভেলি এগিয়ে আসেন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরেপক্ষতার দর্শন নিয়ে। রাষ্ট্র ও গীর্জার দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ এবং পোপ ও পাদ্রীদের অন্যায় নিগ্রহের শিকার ইউরোপের মুক্তিপাগল মানুষ ইসলামের সুমহান রাজনৈতিক দর্শনের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে ম্যাকয়াভেলির ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনকেই মুক্তির মহাপয়গাম মনে করে আঁকড়িয়ে ধরে। এই দর্শন ইউরোপের রাজনৈতিক অঙ্গনে এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, যারাই এর বিরোধিতা করতো তাদেরকে মনে করা হতো প্রগতি বিরোধী, অগ্রগতির পথে অন্তরায়।[৩২]

খ্রিস্টান ধর্মরাষ্ট্রের নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই মতাদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর এই মতবাদ সারা বিশ্বে খানিকটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[৩৩] সেকুলারিজমের উঠতি প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে এ সময় অনেকেই ইসলামকে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও কতিপয় ইবাদতের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলার তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এহেন ব্যাখ্যা পশ্চিমাদের প্রশংসা লাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয় এবং সেকুলারিজমের সমর্থকদের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে এমন একটি ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে যে, ইসলাম ব্যক্তি মানুষের উৎকর্ষ বিধানের জন্যই আগমন করেছে। এই চিন্তাধারার অনুসারীরা ইসলামকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিমণ্ডল থেকে নির্বাসন দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের ছোট একটি গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলে। এরাই এ ধরনের ধ্যান-ধারণা প্রচার করে যে, ইসলাম হলো একটি ধর্ম; রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।[৩৪]

এই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব পরিবর্তনের জন্য একটি ইসলামপন্থী চিন্তাগোষ্ঠী রাজনীতির মাঠে অবতীর্ণ হন। তাঁরা বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের আলোকে এটা প্রমাণ করে দেখান যে, ইসলাম অপরাপর ধর্মের ন্যায় কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়। কিংবা কিছু ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে আবদ্ধও নয়। বরং ইসলামের রয়েছে সর্বজনীন পরিব্যাপ্তি। এর বিধি-বিধান জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, এর হুকুম-আহকাম জীবন জগতের সর্বত্র প্রযোজ্য। ইসলামে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্ব ঠিক ততখানিই যতখানি গুরুত্ব রয়েছে ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের বেলায়।

৩২. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৯
৩৩. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, *রাজনীতি : ইসলামী চিন্তাধারা*, অনুবাদ : রেজাউল করিম, ঢাকা : মাকতাবাতুত তামাদ্দুন, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১১৯
৩৪. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

সেকুলারিজমের মুকাবেলা করতে যেয়ে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটির উপর অধিক গুরুত্বারোপের পরিণতি থেকে একদল নিজেদের অজান্তেই ইসলামের ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গটির ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে থাকে এবং রাজনীতিকেই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করে। তাঁদের বক্তব্য হলো, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য দুনিয়াতে একটা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র গঠন করা। ইসলামের অন্য বিধানগুলো এই মূল লক্ষ্যের অনুগামী। তাঁদের মতে, এই কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিই ইসলামের প্রকৃত মর্ম-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অনেকে রাজনীতি থেকে দূরে থেকে আত্মার সংশোধন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার, ইসলামের দাওয়াত, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী এবং ইসলামের আসল মর্ম-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নন।[৩৫]

অপর পক্ষে পাশ্চাত্যের আদর্শ ঘেঁষা কিছু কিছু মুসলিম সেক্যুলার আদর্শ এরূপ ধ্যান-ধারণা লালন করেন যে, ইসলামে রাজনৈতিক দর্শন থাকলেও তা সেকেলে। আধুনিক যুগের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে এগুবার মত পর্যাপ্ত উপাদান ইসলামে নেই।[৩৬]

বস্তুত ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে এই তিন ধরনের ধারণাই অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিকর। প্রথমত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গিই প্রান্তিক। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি অথবা অতিরিক্ত শিথিল। আর তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অজ্ঞতাপ্রসূত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই সব মতাদর্শ গড়ে ওঠেছে। এর কোনটিতেই প্রকৃত অবস্থার সঠিক চিত্রায়ন নেই।

যাঁরা ইসলামকে রাজনীতিহীন মনে করেন বা ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা করেন তাঁদের জবাবে এখানে প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবীদের কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হলো যেখানে তাঁরা ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্কের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এ সকল প্রগতিবাদী ইসলাম-বিদ্বেষীরা এ দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁরা বর্তমান যুগের বিষয়ে তাঁদের চেয়েও বেশি খবর রাখেন, কিংবা এও দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের কলাকৌশল তাঁদের চেয়েও বেশি রপ্ত করতে পেরেছেন। তাদের কতিপয় বক্তব্য নিম্নরূপ :

৩৫. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৩৬. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

১. ড. ভি ফিটজেরাল্ড (V. Fitzgerald) বলেন,

"ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিও বটে। যদিও সমসাময়িক যুগের কতিপয় মুসলিম যারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত, তারা মনে করেন, উভয়ের মাঝে সীমারেখা জড়িত, একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই।"

২. অধ্যাপক সি. এ. ন্যালিয়ন (C.A. Nallion) বলেন,

"মুহাম্মদ স. একই সময়ে একটি ধর্ম ও একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জীবনের প্রতিটি দিককে বেষ্টন করে আছে"।

৩. ড. জোসেফ শ্যাখ্ট (J. Schacht)বলেন,

"ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম সর্বস্ব নয়; বরং এটি ধর্ম থেকেও অতিরিক্ত কিছু; এটি শাসন ব্যবস্থা ও রাজনেতিক চিন্তাধারারও প্রতিনিধিত্ব করে। এটি পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা, যা ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে"।

৪. অধ্যাপক আর. স্ট্রথম্যান (R. Strothmann) বলেন,

"ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির সমষ্টি; কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা একজন নবী ছিলেন, সাথে সাথে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন"।

৫. অধ্যাপক ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড (D.B. Machdonald) বলেন,

"এখানে (মদীনাতে) সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়"।

৬. স্যার টি. আরনল্ড (Sir. T. arnold) বলেন,

"ইসলামের নবী একই সময় ধর্মপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন"।

৭. অধ্যাপক 'গিব' (Gibb) বলেন,

"তখনি স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের নাম নয়; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। ইসলামে রয়েছে স্বতন্ত্র শাসন পদ্ধতি, এর রয়েছে নিজস্ব আইন কানুন ও বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা"।[৩৭]

[৩৭.] উল্লিখিত ১-৭ পর্যন্ত উক্তিসমূহ প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তার *"ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ"* গ্রন্থে মূল বইয়ের রেফারেন্স সহ উল্লেখ করেছেন। পৃ. ২১-২২। (মূল বইটি আরবীতে *"মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম"* নামে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে বিআইআইটি, ঢাকা, ২০১৫)

প্রকৃত সত্য হলো, ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকের একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা এতে রয়েছে। এখানে মানুষের বিশ্বাস ও ঈমানের পরিশুদ্ধির দিক-নির্দেশনা যেমন রয়েছে, তেমনি ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নির্দেশনাও রয়েছে, আবার মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ লাভের পন্থাও নির্দেশ করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের উন্নয়নের কর্মসূচী যেমন এতে রয়েছে, তেমনি মানুষের জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনাও এতে রয়েছে। এই সামগ্রিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ। এখানে একটিকে গ্রহণ করা একটিকে বর্জন করা, একটিকে উপেক্ষা করে অন্যটিকে আঁকড়ে ধরার কোনই অবকাশ নেই।

এর অর্থ হলো ইসলামের জীবনব্যাপী দিক নির্দেশনার একটি দিক হলো রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা। রাজনৈতিক দিক নির্দেশনাই ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ নয়। আবার প্রত্যেককে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এমনও নয়। বরং এ দায়িত্ব উম্মতের উপর ফরযে কিফায়ারূপে আরোপিত। একটি দলকে এ দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর থাকতে হবে এবং ইসলামের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনাগুলো রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করার জন্য জোর তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সকলেই এ দায়িত্বে অবহেলার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[৩৮]

ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গতার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য মাত্রা পর্যন্ত এই পূর্ণাঙ্গতার প্রতিফলন দাবি করে মুসলিম উম্মার নিকট সঙ্গত কারণে কোথায়ও পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে যেখানে যতটুকু সম্ভব ততটুকু অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধান এবং রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কতিপয় ইবাদত আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা যেমন প্রান্তিকতা, তেমনি ব্যক্তিক উৎকর্ষ, নৈতিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রচেষ্টা, ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাকের দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র অথনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া এবং ইসলামকে রাজনীতি সর্বস্ব একটি মতবাদরূপে তুলে ধরাও তেমনি প্রান্তিকতা। এতে অবশ্যই কোন সংশয়ের অবকাশ নেই যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের সামাজিক জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো, সমাজের সেবা করা, সমাজে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ

[৩৮.] আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

ব্যাপারে ইসলামের সুনির্ধারিত বিধি-বিধান রয়েছে; যা মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়। কিন্তু কথাটাকে যদি এভাবে বলা হয় যে, ধর্ম মূলত রাজনীতিরই অপর একটা নাম অথবা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য তাহলে অবশ্যই এটি প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। এটা ইসলামের ভাবমূর্তি বিকৃতিরই নামান্তর।

বস্তুত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের যে নিয়মনীতি রয়েছে তা সর্বজনীন ও সর্বকালীন। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম উদারনীতি গ্রহণ করেছে। একটি নির্ধারিত চৌহদ্দির মাঝে অবস্থান করে মানুষ যাতে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করে নিতে পারে এতটা সুযোগ এক্ষেত্রে রেখে দেয়া হয়েছে। যে চৌহদ্দি বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে তা সর্বজনীন ও কালজয়ী অর্থাৎ সর্বযুগে সকল দেশে সকল রং ও বর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য। কতিপয় চিরন্তন বিষয়ের বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দেয়ার পর মানুষের গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজাকে এক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। অতএব যারা বলেন যে, ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন থাকলেও আধুনিক কালে তা প্রযোজ্য হওয়ার মত নয়, তারা মূলত অন্ধের রাজ্যে বাস করেন। ইসলামের জীবনধারা ও বিধি বিধানের সাথে তাদের পরিচয় নেই বললেও ভুল হবে না। এধরনের প্রান্তিক বিশ্বাসের অধিকারীদেরকে মাওলানা মুশাহেদ আলী রহ. "ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবীয়্যিল আমীন" গ্রন্থে মুলহিদ[৩৯] বলে অভিহিত করেছেন।[৪০]

ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো ইবাদত

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলেছেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এই জন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[৪১]

ইবাদতের অর্থ হলো আনুগত্য। আনুগত্যের প্রতিটি বৈধ রূপই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করাই হলো আল্লাহর মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। ইবাদত দুই প্রকার:

এক. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যসূচক ইবাদত। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদি এই প্রকার ইবাদত। এগুলো প্রত্যক্ষ ও মৌলিক ইবাদত।

৩৯. স্বধর্মত্যাগী, নাস্তিক, অবিশ্বাসী।
৪০. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২
৪১. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬

দুই. আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান মতে সম্পাদিত বৈষয়িক কল্যাণপ্রসূত কর্মকাণ্ড। এগুলো পরোক্ষভাবে ইবাদতে পরিণত হয়। এর উদাহারণ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। আল্লাহর তা'আলার বিধান মতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হলে সেই ব্যবসা-বাণিজ্যও তাৎপর্যের দিক থেকে ইবাদতে পরিণত হয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সাওয়াবও পাওয়া যায়। কিন্তু এটা পরোক্ষ ইবাদত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়।[৪২]

রাজনীতি : পরোক্ষ ইবাদত

রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা পরোক্ষ ইবাদত। আল্লাহর বিধান মোতাবেক ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা করা হলে তা ইবাদতে পরিণত হবে। কিন্তু তা পরোক্ষ ইবাদত। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতই রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা প্রত্যক্ষ ইবাদত নয়। আল্লাহর আনুগত্য ও ভালো নিয়তের কারণে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই উভয় প্রকার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশি। কিন্তু পরোক্ষ ইবাদতের সংখ্যা বেশি। পরোক্ষ ইবাদতের একটিকে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচনা করা যাবে না। পরোক্ষ ইবাদত প্রত্যক্ষ ইবাদতের সাথে সমন্বিত হয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করে।

আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। সব পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব সমান নয়। একেক পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব একেক রকম। এই গুরুত্ব নির্ভর করে পরোক্ষ ইবাদতের ফলাফলের ব্যাপকতা ও গুরুত্বের উপর। কোন পরোক্ষ ইবাদতের প্রভাব অনেক বেশি ব্যাপক এবং গুরুত্ববহ হলে সেই পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্বও অনেক বেশি হয়। রাজনীতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইবাদত সম্পন্ন করা সহজ হয়। ইবাদতের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এই কারণে অন্য সকল পরোক্ষ ইবাদতের তুলনায় রাজনীতির গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দিক বিবেচনা করে রাজনীতির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দূষণীয় নয়। কিন্তু এটিকে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হলে গুরুত্বের ক্রমবিন্যাসই লঙ্ঘিত হয়। কেননা, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-পরিচালনা ইসলামের মূল লক্ষ্য এই মনোভাব মানুষের মন-মগজে প্রাধান্য লাভ করলে অন্য অনেক জরুরী বিষয় গৌণ হয়ে পড়ে। ফলে অনেক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে।[৪৩]

৪২. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৪৩. প্রাগুক্ত

রাজনৈতিক উদাসীনতা ইসলাম সম্মত নয়

ইসলামকে কেবল সালাত-সিয়ামের মাঝে সীমাবদ্ধ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়টিকে উপেক্ষা করাও অনেক বড় ভুল। প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইসলামের অনেক দিক রয়েছে। রাজনীতিও ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাজনীতি বিমুখ হয়ে রাজনীতিকে দীনের বহির্ভূত মনে করাও বড় ভ্রান্তি। ইসলামের উপর চলতে হলে ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আলাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।[৪৪]

নবীগণ কায়েমী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছেন।[৪৫]

ইসলামের পক্ষে চেষ্টা-পরিশ্রম

এক ব্যক্তিই ইসলামের সব বিভাগে কাজ করতে পারে না। এই জন্যে কর্মবণ্টন অত্যাবশ্যক। কিছু ব্যক্তি এক বিষয়ে কাজ করবে। কিছু ব্যক্তি আরেক বিষয়ে চেষ্টা-পরিশ্রম করবে। কুরআনেও এ নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।[৪৬]

কোন ব্যক্তি নিজের জন্যে দীনের একটা ক্ষেত্র বেছে নিবে এবং সেক্ষেত্রেই সে নিজের সময়-শ্রম অধিক পরিমাণে ব্যয় করবে। সেই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হবে। আরেক জন আরেকটি ক্ষেত্র নির্বাচন করবে এবং সে সেই ক্ষেত্রে নিজের সময়-শ্রম ব্যয় করবে। সেই বিষয়ে অধিক মনোযোগ নিবিষ্ট করবে। এটি দীনের দিক থেকে

৪৪. আল-কুরআন, ২ : ৮৫

৪৫. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪৬. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

আপত্তিকর নয়। অনেকেই নিজের নির্বাচিত ক্ষেত্রকেই দীনের মূল লক্ষ্য বলে মনে করেন। এখানেই আপত্তি। কেননা, তার নির্বাচিত শাখা দীনের বিভিন্ন শাখার একটি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি মনে করেন তিনি রাজনীতিতে অধিকতর দক্ষতার সাথে সময়-শ্রম দিতে পারবেন। তিনি এটা করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে, রাজনীতি হলো দীনের মূল লক্ষ্য তাহলে সেটি হবে ভ্রান্তি।

ইসলামের রাজনৈতিক বিধি-বিধানের স্বরূপ ও প্রকারভেদ : স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতার সমন্বয়

রাজনীতি সম্পর্কে ইসলাম বিস্তারিত বিধি-বিধান উল্লেখ করেছে। কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোন কাঠামো স্থির করে দেয়নি। কেবল রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল নীতি-কৌশলগুলো ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে। নীতি-কৌশলগুলো কার্যকরের পদ্ধতি, প্রায়োগিক রূপ ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয়গুলোকে প্রতিটি যুগের আলিম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী শরী'আহ্‌র মাধ্যমে কিছু অপরিবর্তনশীল নীতি প্রদান করেছেন। এ সব নীতিতে কোন পরিবর্তন আনা যাবেনা। এ সব নীতিতে বর্ণিত দিক নিদের্শনা সকল যুগের জন্যে প্রযোজ্য। এই সব মৌলিক নীতিকে ভিত্তি ধরে এবং মৌলিক নীতিগুলোকে পুরোপুরি অনুসরণ করে মুসলিম চিন্তাবিদদের পরামর্শক্রমে যুগোপযোগী কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা বৈধ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾

তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে।[৪৭]

এই আয়াতে প্রস্তুতি গ্রহণের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। শরী'আহ্‌য় প্রস্তুতি গ্রহণের কিছু উদাহরণও উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি যুগের শাসক, আলিম ও সমরবিদদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে সর্বোচ্চ শক্তি অর্জনের চেষ্টা করবেন। অনুরূপভাবেই রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম মৌলিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিন্তু প্রশাসন, ক্ষমতা-বণ্টন, মন্ত্রী-পরিষদ, আইন-সভা, পরামর্শ-পরিষদ এ সব বিষয়ে ইসলাম কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা আরোপ করেনি। এগুলো সমকালীন মুসলিম নেতৃবর্গের কল্যাণধর্মী বিবেচনা সাপেক্ষ কাজের আওতাভুক্ত। প্রতিটি যুগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এই সব বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাই প্রাচীন ফকীহদের আলোচনায় আইন-সভা, মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো পাওয়া যায় না। শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে সর্বযুগে প্রযোজ্য কাঠামো নির্দিষ্ট করা যৌক্তিকও নয়।

৪৭. আল-কুরআন, ০৮ : ৬০

মানুষ সব বিষয়ে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অনেক বিষয়ে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হয়। এ সব বিষয়ে শরী'আহ্ নিজস্ব বিধান প্রদান করেছে। কিন্তু মুবাহ বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, রাজনীতি সংক্রান্ত ইসলামী মৌল-নীতিগুলো অপরিবর্তনীয়। তবে এই সব মূলনীতির ভিত্তিতে স্থান-কাল-বাস্তবতার আলোকে যুগোপযোগী বিধি-বিধান প্রণয়নের সুযোগও রয়েছে। এই সব বিধি-বিধান স্থান-কালভেদে পরিবর্তিতও হতে পারে। তবে শর্ত হলো, মূলনীতি বর্ণিত সীমারেখার মাঝে অবস্থান করতে হবে। সুতরাং ইসলামী রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু বলার অর্থ সকল যুগে, সকল স্থানে প্রযোজ্য বাধা-ধরা বিধি-বিধানের বর্ণনা করা নয়। ইসলামী রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো মৌলিক দর্শন, নীতি ও সূত্রগুলো আলোচনা করা। এগুলো কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।[৪৮]

ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে সকল যুগের সকল মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সুস্পষ্ট ও স্থায়ী মঙ্গলের পথনির্দেশ দান করেছে। কতগুলো ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়ত পেশ করেছে। অতএব ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এ কারণে যে, যাতে পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয় এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম তার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনে স্বাধীন থাকলেও বৈষয়িক জীবন অনৈসলামী আইনে শাসিত হয়। সুদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিংবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সমাজবাদী অর্থনীতি অনুসরণের ফলে মুমিনের রূযী হারাম রূযীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে দেশের আদালতগুলোতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে নিরপরাধী দণ্ডিত হয় আর অপরাধী খালাস পেয়ে যায়। ফলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবিচার এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সকল কারণে একজন মুমিনকে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হয়। কারণ ইসলামী খিলাফত শুধু মুসলিমের জন্য নয়, বরং খিলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। ইসলাম যেমন কোন দল বা

৪৮. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২

সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়, ইসলামী খিলাফতও তেমনি নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিষয় নয়। বরং আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বিধান সর্বজনীন, যা সকলের জন্য মঙ্গলময় ও সকলের প্রতি সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। যেমন আল্লাহর সৃষ্ট আলো বাতাস, মাটি ও পানি সবার জন্য কল্যাণময়।[৪৯]

মানব জীবনের উন্নতি অগ্রগতির সাথে রাজনীতির সম্পৃক্ততা বিবেচ্য হয়। সমাজ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য ইসলাম বিশেষভাবে এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।

১. আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য রাজনীতি অপরিহার্য

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পরিপালন করতে হলে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। ইসলামের কিছু বিধান রয়েছে যা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। যেমন হত্যা ও অঙ্গহানির বিধান, চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি ইত্যাদি। সেজন্য যুগে যুগে নবী ও রাসুলগণও আল্লাহর দীন কায়েমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।[৫০]

২. রাজনীতি সমাজের বিভিন্ন নীতি-বিধি পরিবর্তনকারী শক্তি

সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, অন্যায় অবিচার দূরীভূত করার জন্য অন্যতম শক্তি হলো রাজনৈতিক শক্তি। এজন্য আমাদের প্রিয় নবী একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর'।[৫১]

৪৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন*, রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৯-১০

৫০. আল-কুরআন, ৪২ : ১৩

৫১. আল-কুরআন, ১৭ : ৮০

৩. রাজনীতির মাধ্যমে যা সম্ভব অন্যভাবে তা সম্ভব নয়

রাজনীতি এমন একটি শক্তি যার মাধ্যমে এমন অনেক কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব, যা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। এ জন্য তৃতীয় খলিফা উসমান রা. বলেন,

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করেন, যা কুরআন দ্বারা করান না।[৫২]

৪. পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতি প্রয়োজন

পরাধীন কোন জাতি সফল হতে পারে না। কোন জাতি রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে তাকে পরাধীনতা এবং ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। নবী মুসা আ. তার জাতিকে পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে আহ্বান করেছিলেন তা সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

হে আমার কওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যেয়ো না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।[৫৩]

৫. ইসলামী রাজনীতি আল্লাহর শাস্তির বিপরীতে রক্ষাকবচ

সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন অন্যায় কাজ ব্যাপকভাবে চলতে থাকে, গোনাহর কাজে কোন বাধা দেয়া না হয় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত ও বিভিন্ন গজব নেমে আসে। তাই অন্যায় ও গোনাহর কাজ প্রতিরোধ ও ন্যায় ও কল্যাণ কর্মের প্রবৃদ্ধির জন্য ইসলামী রাজনীতি চর্চা অপরিহার্য। যেমনিভাবে বনি ইসরাঈলদের উপর এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মারয়ামপুত্র ঈসার মুখে (ভাষায়) অভিশাপ দেয়া হয়েছে। কারণ, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত তা থেকে। তারা যা করত তা কতই না মন্দ![৫৪]

৫২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, মদীনা : মাজমা আল-মালিক ফাহদ লি-তবা'আতিল মাসহাফিশ শরীফ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., খ. ১১, খ. ৪১৬

৫৩. আল-কুরআন, ৫ : ২১

৫৪. আল-কুরআন, ৫ : ৭৮-৭৯

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أي كان لا ينهى أحدٌ منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه

গোনাহ ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের কেউ নিষেধ করত না। তারা যে ধরনের পাপে লিপ্ত ছিল তা থেকে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে নিন্দা করা হয়েছে।[৫৫]

সমাজে যখন পাপাচার, খারাপ কাজ চলতে থাকে, আর কোন ভাল কাজের আদেশ দেয়ার মত লোক না পাওয়া যায় তখন সবার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসে। সেখান থেকে কেউ রক্ষা পায় না। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ ، لاَ يُغَيِّرُونَ ، إِلاَّ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

উবাইদুল্লাহ ইবন জারীর রা. তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন সমাজে অন্যায় ও পাপাচার চলতে থাকে, তখন যদি ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও তাতে বাধা না দেয়. তবে আল্লাহ তাআলা সকলের উপর শাস্তি দেন।[৫৬]

৬. সর্ব প্রকার জুলুমের হাত থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতি

রাজনীতি না থাকলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে জুলুম-নির্যাতন ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হন এবং জুলুমের শিকার হন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা জালিমদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾

আর যারা জুলম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[৫৭]

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

৫৫. ইমাম ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৯৯২ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ২৩৭

৫৬. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আল-ফিতান, পরিচ্ছেদ : আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহয়ু আনিল মুনকার, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-৪০০৯; হাদীসটির সনদ হাসান।

৫৭. আল-কুরআন, ১১ : ১১৩

আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে[৫৮] যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু জালিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আজাব প্রদানে কঠোর।[৫৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী তার তাফসীরে লিখেছেন,

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم وطالحهم وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك.

এ আয়াতে উল্লেখিত ফিতনা (যা যালিম এবং অন্যান্যদেরও গ্রাস করে) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ দেখে; কিন্তু তাতে বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ ব্যাপকভাবে ভালো-খারাপ সবার উপর শাস্তি প্রেরণ করেন। এভাবেই আলিমগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সহীহ হাদীসসমূহ এই ব্যাখ্যার পক্ষেই সাক্ষ্য বহন করে।[৬০]

৭. কুরআন-সুন্নাহর সংরক্ষণে ইসলামী রাজনীতি অনস্বীকার্য

ইসলামী রাজনীতির অনুপস্থিতিতে নানাভাবে সমাজে বিপর্যয় ও অশান্তি তৈরি হয়। ইসলামী রাজনীতির অনুপস্থিতি থাকলে নিজের স্বার্থ রক্ষায় শাসকগণ দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর নয় এমন আইন তৈরিতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং আইন তৈরি করতেও আর কোন বাধা থাকে না। এমনকি কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করলেও বাধা দেয়ার মত সামাজিক শক্তি থাকে না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।[৬১]

---

৫৮. ফিতনা (فتنة) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ; যা বিপদ, কষ্ট, পরীক্ষা, গযব, আযাব, দাঙ্গা, গোলযোগ, সম্মোহন, আকর্ষণ, শির্ক, কুফর, নির্যাতন, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর, তাফসীরুল মানার।

৫৯. আল-কুরআন, ৮ : ২৫

৬০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী, *আযওয়াউল বায়ান ফী ঈযাহিল কুরআন বিল কুরআন,* বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৬২

৬১. আল-কুরআন, ৪ : ৬০

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কুরআন ও সুন্নাহতে অসংখ্য আয়াত-হাদীস রয়েছে যেগুলোতে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার

যারা নানাভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেন তারা "রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতির" বিরুদ্ধে সরব ভূমিকা পালন করছেন। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিদায় করার চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতি থেকে ইসলামকে পৃথক রাখা। অপরদিকে ইসলামে রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি না জানার কারণে অনেকে এ বিষয়ে নীরব থাকছেন। অথচ কুরআন-সুন্নাহ রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ও যুগোপযোগী ধারণা পেশ করেছে যার অনুশীলন প্রতিটি মুসলিমকে সঠিক রাজনীতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রমাণিত হলো যে, ইসলামে রাজনীতি আছে। কিন্তু সে রাজনীতি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, অশান্তির জন্য নয়। ইসলামে কখনোই বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের রাজনীতি একান্তই কল্যাণচর্চার জন্য। ইসলামের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক তার সৃষ্টিকে পরিচালনা করা। এজন্য ইসলামী রাজনীতি একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। মানবতার কল্যাণ সাধনই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তাই ইসলামী রাজনীতি বা রাজনীতিতে ইসলামের উপস্থিতি সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সামনের পথে অগ্রসর হওয়া সময়ের দাবি।